Registered No. 15.

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ | কলিকাতাঃ— ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৯ সাল। ইং ২১শে নবেম্বর ১৮৭২ খৃঃ অব্দ | ৪১ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

"আশা মরীচিকা,,

অভিনব গদ্য কাব্য

কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ১১৫নং ভবনে শ্রীযুক্ত যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোম্পানির ছাপা খানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে॥ মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১৵॥

উজীর পুত্র

প্রথম পর্ব্বের মূল্য ৸৹ আনা ডাক মাশুল ৵ আনা, দ্বিতীয় পর্ব্ব ফি ফর্ম্মার মূল্য অর্দ্ধ আনা।

কলিকাতা সভাবাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

সচিত্র রহস্য সন্দর্ভ।
বাৎসরিক মূল্য ২৷৵।
সম্পাদক শ্রী প্রাণনাথ দত্ত।
নিমতলা ৭৮ নং কলিকাতা।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ	১
লীলাবতী নাটক	১৷৹
নবীন তপস্বিনী নাটক	১৲
সধবার একাদশী প্রহসন	১৲
বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো প্রহসন	৸৹
জামাই বারিক প্রহসন	১৲
দ্বাদশ কবিতা	॥৹

সচিত্র গুলজার নগর।

রহস্যজনক কাব্য (novel) ইহাতে কলিকাতার সামাজিক নিয়ম ও শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। রোজারিও কোর, কলেজ ষ্ট্রিট, বরদা মজুমদারের, গরাণহাটা বৃন্দাবন বসাকের গলির মোড়ের দোকানে ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ৸৹ ডাক মাসুল ৵।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মালবৈদ্যদের হাতে রোগী মরেনা ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ।৵৹ ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়
কলিকাতা বহুবাজার।

সংগীতসমালোচনী।

কতিপয় সঙ্গীত বেত্তার সাহায্যে শ্রীক্ষেত্রমোহন গাম্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।৵৹ আনা প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵৹ আনা॥ গ্রাহক গণ অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে শ্রীযুক্ত হরমোহন ভট্ট্যাচার্য্যের নামে পত্র ও মূল্যাদি পাঠাইবেন।

অবলাদর্পণ। স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তক ১৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১ টাকা।

অনুবাদক শ্রীদীননাথ সেন বি, এ
গৌহাটি হাই স্কুল॥

নিম্ন লিখিত পুস্তকদ্বয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞানসার।

উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শারীর প্রকৃতিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রসায়ণ প্রভৃতি ৬৩ খানি চিত্রসহ লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২২ পৃষ্ঠা পুস্ক মূল্য ১৲ টাকা ডাকমাসুল ৵৹ আনা।

লীলাবতী (১ম ভাগ)।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত অঙ্ক পুস্তক। পাটিগণিতের অনেক সহজ সঙ্কেত ইহাতে আছে। মূল্য ॥৹ আনা ডাক মাসুল ৵৹ আনা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

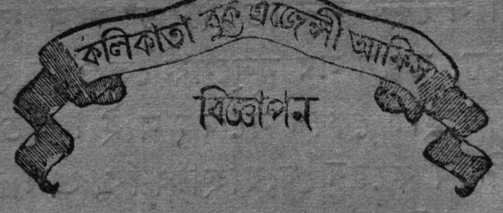

আমরা সাধারণের উপকারার্থে উপরোক্ত কার্য্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। যাহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা কলিকাতার নিয়মে পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাই আমাদিগের অভিলাষ।

যাঁহাদিগের পুস্তকাদির প্রয়োজন হইবে তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলেই পাইবেন। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত বিদেশে পুস্তকাদি প্রেরণ করা যায় না ও কমিশন দেওয়া হয় না।

কলিকাতা নর্ম্ম্যালস্কুল | শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত। কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিসের ম্যানেজার

পাবনা মেডিক্যালহল।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধি গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহার পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫৲ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধি পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধি পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

প্রতি সিসি ,, ,, ,, ১৲
ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ,, ,, ,,

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতি দিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূল গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ,, ,, ১৷৵ টাকা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যতপ্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড মধুমেহ, অর্শ, বহু মূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধি বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে" প্রস্তুত আছে

ঔষধের মূল্যের জন্য যাহারা পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠান।

হাবড়া হাঁসপাতাল।

অনেক দিন হইতে শুনা যাইতেছে যে হাবড়া হাঁস্পাতালে নেটিব রোগীদিগের ভারি দুর্গতি। লোকের সাধারণতঃ এরূপ সংস্কার যে রোগীরা হাঁস্পাতালে যাইলে আর ফিরে না। এই সংস্কারটি নিতান্ত অমূলক নহে। যদি কেহ উক্ত হাঁস্পাতালের নেটীবওয়ার্ডে যান্ তাহা হইলে দেখিবেন রোগীদের অন্তর্জলীর সময় উপস্থিত। ডাক্তার ইলিয়ট আসিয়া অবধি তবু অনেক ভাল হইয়াছে। ইলিয়ট সাহেব দয়াশীল ও ন্যায়পর। হাঁস্পাতাল দাতব্য টাকার উপর চলিতেছে, সেই টাকা যথেচ্ছাচারী হইয়া খরচ করা তিনি অত্যন্ত অন্যায় মনে করেন। এই জন্যে তিনি অল্প ব্যয়ে যাহাতে সকল কার্য্য হয় তাহাতে মনোযোগী হইয়াছেন। ইলিয়ট সাহেব আসিয়া তিন পাউণ্ড কুইনাইন চুরী ধরিয়াছেন। বর্ত্তমান হাউস সরজন বাবু আসিয়া দেখেন যে রোগীরা চিংড়ী মাচ আর কচুর ঝোল খায়, অথচ নেটীব ওয়ার্ডে মাসে ৩৯৬ টাকা খরচ হয়। এই ওয়ার্ডে ২৫ জনের ঊর্দ্ধ কখনই লোক থাকে না, প্রতিলোকের জন্য ১৫ টাকা করিয়া ব্যয় হয় অথচ রোগীরা কচু আর চিংড়ির ঝোল খায় ও গোয়ালের ন্যায় অপরিস্কৃত স্থানে থাকে। ইলিয়ট সাহেবের যত্নে এক্ষণ এই সকল কষ্ট কতকটা দূর হইয়াছে বটে কিন্তু এক্ষণে রোগীদের বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতে হয়। একটি ভদ্র লোক [যাহার কথা আমরা খুব বিশ্বাস করিতে পারি] বলিলেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, ৩।৪ টি বিছানা খালি থাকিতেও ৩।৪ জন রোগী এই কার্ত্তিকের হিমে বাহিরে দারাণ্ডায় পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কোন রোগীর বিছানার পার্শ্বে মলমত্রপূর্ণ পাত্র রহিয়াছে, ঘর দুর্গন্ধপূর্ণ ও একটি মিটমিটে আলো জ্বলিতেছে। স্ত্রীলোক ওয়ার্ডে ৫। ৬ জন [illegible] মিতে পড়িয়া রহিয়া[illegible] [illegible] জড়ানে জড়ানে কথায় কি বলিতেছে [illegible] গেল না। বোধ হয় তাহার অন্তিম কাল উপস্থিত। ঘরের এক পার্শ্বে কতকটা মল জমা রহিয়াছে, একটী মিট্ মিটে আলো জ্বলিতেছে কিন্তু এখানে চাকরেরা কেহই নাই। নেটিব ওয়ার্ড একজন ইংরেজ আপথিকারীর হাতে আছে। তাহাকে মাসিক ১৭৫ টাকা দিতে হয়, আরো ৬০ টাকা ভাতা দিতে হয়। তিনি ইংরেজ, বাঙ্গালা অল্প জানেন ও রোগীদের অভাব তাহার সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠা কঠিন। নেটিবওয়ার্ডের চিকিৎসা ও তদারকের ভার একজন নেটিবের উপর দিলে ভাল হয়, তাহা হইলে ৫০।৬০ টাকায় উৎকৃষ্ট লোক পাওয়া যাইবে ও কার্য্য ও সুসম্পন্ন হইবে।

শুনা যায়, রোগী এখানে যত্নের সহিত গৃহীত হয় না। সেই কারণেই বোধ হয় গরিব দুঃখি লোকে পীড়িত হইলে হাঁসপাতালে যাইতে চাহে না। একজন ইংরেজকে নেটিভ হাঁসপাতালের ভার দেওয়া অত্যন্ত অবিবেচনার কর্ম্ম। অধিক টাকা খরচ হইতেছে অথচ রোগীরা মারা যায়। একজন সুযোগ্য বহুদর্শী নেটীব ডাক্তার কি সব্ আসিষ্টাণ্ট সরজনের হাতে নেটীভ ওয়ার্ড আসিলে আর ইলিয়ট সাহেবের ন্যায় ন্যায়পর সুচতুর ও হিতাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তি তদারক করিলে বোধ হয় সকল অভাব দূর হইবে। হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেব সে দিবস হাঁসপাতাল দেখিতে গিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন॥ আমরা ভরসা করি, মনরো সাহেব, ইলিয়ট সাহেব ও হাবড়ার দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা নেটিভ হাঁসপাতালের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়া গরীব দুঃখীদের অকারণ ক্লেশ সহ্য করা দূর করিবেন।

সব মুন্সেফের পদ।

আমরা কোন বিশ্বস্থ সুত্রে শুনিলাম যে, ক্যাম্বেল সাহেব সবডিপুটীর ন্যায় সব মুন্সেফের পদ একটি সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে একবার আমাদের শঙ্কা হয় যে, ক্যাম্বেল সাহেব ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, সব আসিষ্টেণ্ট সরজন প্রভৃতির পদ গুলীর বেতন ও গৌরব কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু আমরা ইহার প্রতি তত মনোনিবেশ করি না, এক্ষণ যেরূপ শুনিতেছি সত্য সত্য তিনি যদি সব মুন্সফী পদের অনুষ্ঠান করেন, তবে অচিরাৎ আমাদের এবিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। ক্যাম্বেল সাহেব জানিতেছেন যে, এ দেশের লোকের অবস্থা, বিশেষ মধ্যবর্ত্তী লোকের অবস্থা, নিতান্ত মন্দ। তাহাদের চাকুরী বই আর গতি নাই এবং গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া যাহা দিবেন, অগত্যা তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট হইবে। সুতরাং তিনি অনায়াসে তাহার ইচ্ছামত যে কাজ হউক করিতে পারিবেন তাহার বিশ্বাস আছে। তিনি আর একটি চালাকি করিতেছেন। তিনি চাকুরীর বেতন ও পদ কমাইয়া দিয়া উহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। এদেশের লোকের চাকুরী সম্বন্ধে এরূপ ক্ষুধা যে ইহাদের ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার আর সাধ্য নাই। ইহাদের এক্ষণ কিছু পেলেই হয়। সব ডিপুটী কর্ম্মের নিমিত্ত লোকে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে এবং ক্যাম্বেল সাহেব যদি এক্ষণ যে সমুদয় নিয়ম করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কঠিন নিয়ম করিতেন, তাহা হইলেও উহার নিমিত্ত প্রচুর উম্মিয়াদার উপস্থিত হইত। ক্যাম্বেল সাহেব সব ডিপুটিতে যখন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তখন সব মুন্সেফীতেও যে কৃতকার্য্য হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদি এরূপ নিয়ম করেন যে, যাহারা বি, এল, তাহারা প্রথম সব ডিপুটি পদে মনোনীত হইয়া পরে মুন্সেফ হইবেন তাহা হইলেও তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। ক্যাম্বেল সাহেব হয়ত ইহাও বিবেচনা করিতেছেন যে, মুনসফী পদের বেতন অতি অল্প দিন হইল ১০০ টাকা ছিল, এক্ষণ যদি ১৫০ টাকা করিয়া দেওয়া যায়, তবে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার থাকিবে না, বিশেষতঃ অনেকে অর্দ্ধেক বেতনে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মুনসেফী পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতেছেন। উকিলদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা তাহাতেও ১৫০ কেন ১০০ টাকা পাইলে তাহারা কৃতকৃতার্থ হইবেন। তিনি সব আসিষ্টাণ্ট সরজনের পদ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ এইরূপ গণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে তিনি পরাস্থ হইয়াছেন। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনগণ বাড়ী বসিয়া আট আনা করিয়া ফি লইলেও তাহাদের চলিয়া যায়। উকিলদিগের ব্যবসায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাতে আড়ম্বর চাই, বাটি বসিয়া চলে না, অনেক দূর অন্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়। ক্যাম্বেল সাহেব যদি তাঁহার নূতন নিয়ম দ্বারা চাকুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করান তবে নিতান্ত মন্দ হয় না, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়ম দ্বারা আমরা এই কয়েকটি বিষয় শঙ্কা করিতেছি। তিনি এই উপায়ে বাঙ্গালিরদিগের উচ্চ পদ গুলির বেতন ও গৌরব কমাইতে পারেন। আমাদের এ শঙ্কার বিশেষ কারণ আছে। তিনি প্রথমে এখানে আসিয়াই বলেন যে পশ্চিম অঞ্চলে তহশিলদার আর ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট পদের মর্য্যাদায় তিনি কোন ইতর বিশেষ দেখেন না। তিনি এই নিমিত্ত ইহাদের বেতন কমাইতে চাহেন। তাহার পর ৫০ জন অতিরিক্ত সিবিলিয়ানের নিমিত্ত ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টে লিখেন॥ ইহার উদ্দেশ্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে ডিপুটি মাজিষ্টেটের পদগুলি যেমন কমিবে, তেমনি উহাতে সিবিলিয়ান প্রবিষ্ট করাইবেন এবং এইরূপে ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা কমাইয়া সিবিলিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন, দেশীয়রা বড় গোলমাল করে, তখন দুইটী একটী সব ডিপুটিকে ডিপুটির পদে মনোনীত করিবেন। ইহাতে শুদ্ধ বাঙ্গালির অন্ন মারিয়া সিবিলিয়ানগণকে প্রতিপালন করা হইবে না, নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধির কঠোর নিয়ম গুলির অনেকটা তাঁহার কীর্ত্তি. উহা দ্বারা ইংরাজ হাকিম ভিন্ন বাঙ্গালি হাকিমদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় তাহার এ অভিপ্রায় কখন নহে। এই নিমিত্তেই ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটগণের পদ লোপ করা প্রয়োজন। ফল আমাদের আশঙ্কার প্রধান কারণ এই যে, তিনি বাঙ্গালিদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। যখন তিনি দেখেন যে, বাঙ্গালিরা ৪।৫ শত টাকা মাহিআনা পাইতেছে, ভদ্রলোক হইয়া বেড়ায়, ইংরাজি জানে, পরিস্কার গৃহে বাস করে, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করে, ঘড়ীর চেন গলায় ঝুলায়, তখন সম্ভবতঃ তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়। এবং চাকুরীর বেতন কমাইলে তাহার আর এ যন্ত্রনা থাকিবে না। অতএব ক্যাম্বেল সাহেব ইহা দ্বারা এদিকে এইরূপে অনিষ্ট করিবেন, আবার ও দিকে উচ্চ শিক্ষার স্পৃহা লোকের ক্রমে খর্ব্ব হইয়া আসিবে। তিনি উচ্চ শিক্ষা ক্রমে এরূপ অর্থসাধ্য করিয়া তুলিলেন যে, ইচ্ছা থাকিলেও অনেক লোকের পক্ষে উহা উপলব্ধি করা অসম্ভব হইল। উচ্চ পদগুলির বেতন ও গৌরব কমাইয়া উহা সামান্য রূপে শিক্ষিত ব্যক্তিদের আয়ত্তাধীন করিয়া লোকের উচ্চ শিক্ষার প্রতি যত্ন লাঘব করিলেন, আবার ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি নানারূপ প্রলোভন দ্বারা দেশের মধ্যে সামান্য শিক্ষার প্রতি লোকের যাহাতে মতি হয় তাহার সম্পূর্ণ যত্ন করিতেছেন। মুন্সফী পদগুলিতে সহসা সিবিলিয়ান প্রবিষ্ট করাইতে না পারিলেও পারেন॥ দেশের আইন রীতিনীতি না জানিলে হাকিমেরা সহজে দেওয়ানি মকর্দ্দমা করিতে পারেন না, নবাগত সিবিলিয়ান এবিষয় এদেশে আসিয়াই পারদর্শী হইতে পারিবেন না। তবে তিনি মুনসফদিগের বেতন দেড় শত টাকা করিয়া

দিয়া অনায়াসে বলিতে পারেন যে পূর্ব্বে উহাঁদের ১০০ শত টাকায় চলিত, এক্ষণ আর ৫০ টাকা বৃদ্ধি দিলে যথেষ্ঠ হইল এবং তাহার পক্ষে মনসেফী পদে সিবিলিয়ান প্রবেশ করানও অসম্ভব নহে। তিনি বড় একখানা সুবিচার চান না, তাঁহার খিয়াল অনুযায়ী কাজ আর বাঙ্গালির কিছু ক্ষতি হইলেই তাঁহার হইল। ক্যাম্বেল সাহেব সুতরাং যদি সবডিপুটী ন্যায় সব মুনসেফের সৃষ্টি করেন ডেপুটি স্কুলের ইনস্পেকটরগণ ২৫।৩০ টাকা দিয়া নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে দেশে উচ্চ শিক্ষার স্পৃহা ক্রমে কমিবে, চাকুরী দ্বারা অল্প পরিমাণে দেশে অর্থ আনিত হইবে, এ দেশীয় দর পদ গৌরব যাইবে, এবং য দেশে লোকের বিদ্যা বুদ্ধি নাই, অভিমান পদ মর্য্যাদা নাই, অর্থ নাই, সে দেশের মঙ্গল কখনই নাই।

Mr. Gouldhawke appeals thus to the public on behalf of a woman sentenced to capital punishment.

"A woman has lately been sentenced to death by the Judge of Purneah for poisoning her mother-in-law. The sentence has been confirmed by the High Court. The woman, however, is pregnant, and consequently she cannot be hanged, as that would be killing the innocent unborn child. She has to be sent to Calcutta to be confined, which gives her a respite of four or five months. Then she must nurse her child for nine or ten months till it can be weaned. Then, our merciful laws have it, she is in a fit condition to be hanged. Does no one feel for the woman torn from her child when her motherly feeling cling to it? Is there no pity for the child taken from its mother? Will no one join me in interceding for a commutation of punishment? Will not the ends of justice be gained if she is transported with her child"?

No! Justice is very hard to be satisfied. The other day we read the account of an Irishman who was sentenced to be hanged. He escaped and fled altogether from human society, and passed fourteen years in the wilderness, leading all along the life of a brute. He was accidentally caught and was taken for a ourang outang, nature having furnished him, to preserve him from cold with a bushy hair. He had then forgotten his own mother tongue and was devoid of all human intelligence. He was identified and *hanged* and *then* Justice was satisfied. We hope Mr. [Gould]hawke's appeal will be responded to.

——ooo——

[T]he following notice of the present epi[dem]ic by the Army Sanitary Commission [we] quote from Doctor Sircar's valuable [Jou]rnal :—

"The chief cause is a malaria-producing con[dition o]f the subsoil, rising from lowness of [level,] want of drainage, silting up of natural [cours]es, and in one case apparently arti[ficial bank]ing of a natural watercourse, unhealthy [collection]s of shallow water, occasional flooding of [the s]urface, marsh ground and water-logged su[bsoi]l, unwholesome nullahs, and the like. As co[ncom]itants of these conditions, there is unw[hole]some water-supply, a generally insanitary condition of villages and houses, and a low condition of agriculture."

The remedies proposed are :—

"First in importance is land drainage and reclamation, including every engineering work requred for the purpose. Natural river courses should be opened and improved, and arterial and branch drainage works executed to lower the subsoil water level a sufficient depth below the surface, banking out floods, and the like. This should be accompanied by clearing, reclamation and culture of land, together with village improvements, including a rigid sanitary police and a wholesome water supply."

This is what Babu Degambar is urging there 8 years. Now that the theory has been admitted to be correct by a very respectable body of medical men we hope our Government without spending its energies after the suppression of the effect will try to remove the cause of the disease.

——ooo——

The great defect in Mr. Campbell's character is his very great hurry. Why was he in such a hurry to thrust his village municipalities upon us? Why did he not first attempt to make the existing municipal institutions of the country more popular, before sowing new ones broad cast all over the land? He admits that municipal taxation in Calcutta is very high, or in other words the Calcutta Municipality is very unpopular with the people. What is true of Calcutta is still more true of the moffusil towns. Here we have a large body of European tax-payers whose interest it is to check the high-handed proceedings of the municipality, but in moffusil towns the Magistrates are all in all. It the people of India hate any foreign institution acclimatized in this country it is the municipal institutions, and Mr. Campbell purposes to multiply them! We are glad indeed that the Calcutta Justices are gradually acquiring power and learning to assert their rights. Last week the house rate was reduced from 9 to 8 per cent. for one year. The venerable president of the British Indian Association in a sensible speech proposed an amendment and Babu Digambar Mittra accepting the facts and figures of the chairman, pointed out in an able and argumentative speech that the reduction could be easily made. He was followed by such able speakers as Mr. Robert and Babus Rajendra Lal, Peary Chund, and Kristodas and the ammendment was put to the vote and carried by a large majority. Now it is quite beyond our comprehension why Lord Ulicke Browne was so very eager to retain the high rate when he could easily as was satisfactorily shewn by Baboo Digambar reduce it? Of course the surplus revenues of municipalities do not go in[to the pocket] of the Chairman nor of the Government. The larger the cash balance, the greater the incentive to squander it way.

——ooo——

The meeting to present an address to Mr. James Routledge takes place day after to morrow at the Ooterpara Public Library. Such an address was presented to Dr. Mouat though not exactly such an address. That address was presented by the personal friends of Dr. Mouat—friends secured by a long stay of useful carreer in the country. Dr. Mouat well deserved the honor, and he was gratified to receive an address from the most advanced nation of Asia, as he called the Bengallies. All along a firm friend of the natives, the sepoy war cooled his warmth of feeling for the natives of the soil; but the address presented to him revived his old love and he left the country a firm friend of India, and we dare say he will let slip no opportunity to serve the natives of the soil. Mr. Routledge is however a man of quite different stamp, he came to the country only the other day, he has made no friends amongst natives, indeed he had as far as we know, until lately, after the proposal of an address to him, no acquaintance with the leading members of the native society. He came a stranger and lived amongst us a stranger, how is it then that the event of his departure is viewed with sorrow by the entire native community? He loves Justice and fair play and is above the prejudices of race and creed. Himself a believer in Christ he can yet feel for and sympathise with those who entertain no such belief. He has all along advocated the cause of oppressed humanity and we must honor such a man with all our might heart and soul. The moral effect of such a demonstration will be tremendous, we will thus make it worth while for English Journalists to follow in his footstips. Lord Lawrence when he left the shores of India, received no blessing from the people of India, niether did Mr. Maine, and neither did that great enemy of the human race Mr. Stephen, the late law member, but people blessed with uplifted hands Messrs Grant, Beadon and Grey and even now cherish an affection for them. We hope Mr. Campbell will condescend to be a little more popular with us. Let us honor Mr. Routledge and show to the ruling race that we can appreciate goodness in them.

——ooo——

Ganges-Borne Trade.—In August 1871 the Supreme Government asked the Lieutenant Governor to consider whether the Ganges trade could not be registered at some central station and it was decided that Shahebgange on the Ganges would be the best place for such registration. Accordingly Sahebgange was chosen, and a small establishment consisting of a registering officer, 2 boats and 2 peons, costing Rs. 150 per mensem were sanctioned. The result of the first or dry half of the year which is the least favourable for river traffic is now before the public. It would appear that the boat trade is brisker than it used to be and that great many merchants have deserted the East India Railway. The causes assigned are that the channel [at] the head of the Bhagirutty has durin[g the] last two years been much d[eteriorated] had formerly been [...] to the river [...] cycle 1864 has now [...] good there is anot[her ...] haps the prin[cipal] cause whi[ch the Lieut]enant Governor not ment[ions: th]e Railway company not be a[ccom]modating to the merch[ants] as they should or the servants may b[e in]solent or oppressive. The thing is as lon[g as] any Railway company is secure of its 5 [per] cent it may not much care whether goods traffic desert it or not. The number of boats which passed Sahebga[nge] during the first six months are :—

Up traffic.

Month.		Loaded boats.	Empty boats.	T[otal]
January 1872	...	1,116	553	1[illegible]
February „	...	1,339	444	[illegible]
March „	...	1,452	426	[illegible]
April „	...	783	496	1,2[illegible]
May „	...	1,491	513	2,0[illegible]
June „	...	1,512	339	1,8[illegible]
Total	...	7,693	2,771	10[illegible]

Down traffic.

Month.		Loaded boats.	Empty boats.	T[otal]
January 1872	...	1,304	260	1,5[illegible]
February „	...	1,181	407	1,5[illegible]
March „	...	1,216	346	1,56[illegible]
April „	...	1,056	220	1,27[illegible]
May „	...	761	172	9[illegible]
June „	...	762	239	1,0[illegible]
Total	...	6,280	1,644	7,9[illegible]

So that more than 18,000 boats or ab[out] 100 per diem passed Sahebgange duri[ng]

the half year. The largest boats are built in Dacca and Naraingange. Ten steamers passed the station—five each way. All these Steamers belonged to the General Steam Navigation Company. So far as is known, there is not a native owned steamer on the river. The total weight of the cargoes passing Sahebgange during the half year is shown to have been :—

		Total cargo carriage in maunds.
Up-stream traffic—		
Country boats ...	1,320,886	
Steamers ...	35,738	
		1,356,624
Down stream traffic—		
Country boats ...	2,366,359	
Steamers ...	86,446	
		2,452,805
Grand Total ...		3,809,429

The chief staples of the down stream river traffic are :—

	Maunds.
Wheat	97,000
Pulse and gram	74,000
Oil-seeds	470,000
Sugar	163,000
Tobacco	49,000
Saltpetre	86,000

The bulk of the wheat and pulse exports is shipped at marts in the Monghyr and Bhaugulpore districts. The largest shipment of wheat was made from Colgong. Upwards of half the oil-seeds come from places in the Purneah, Monghyr, and Bhaugulpore districts ; about one-third comes from places in the Patna division, and less than one-sixth from places in the North-Western Provinces. The mart of Revelgunge, in the Sarun district, at the meeting of the Ghogra and the Ganges, is by far the largest place of export for oil-seeds. Jute comes in quantity only from Purneah and the eastern parts of Bhaugulpore ; but the total bulk of jute passing Sahebgunge is very trifling. Three-quarters ... sugar trade of the Ganges come from ... province of North-Western ... comes from Patna and ...ot. ... mainly from ...oot and ... ub-Himalay... s of these ... like the nor- ... tracts of Ru... the Coach ...r country, specia... d for the ...th of tobacco. Saltp... es chiefly ... the Patna division.

...he marts to which the greater part of ... down stream traffic is consigned, are ...utta, Maldah, Jeeagunge and Moor... labad, Bhadesur in the Hoogly district, ...mpore Beauleah, and Dacca. Calcutta ...eives almost half of the whole down ...m traffic, comprising nearly all the ...at, saltpetre, other cereals, and timber ; ...utta receives also much more than half ...il-seeds passing Sahebgunge, and most ...he remainder of this traffic being con...ned to places on the Bhagiruttee pro...bly reaches Calcutta eventually. Nearly ... the hides, horns, and gunny bags, ...ught down the river are landed at ...ebgunge ; thence most of the hides and ...ns must be carried to Calcutta by rail. ...e only considerable up-country produce ...hich comes down the Ganges for the use ... people in Lower Bengal, and not for ex...rt by sea, are sugar and perhaps tobacco. ...p-country sugar is largely consigned to ...aldah (for Dinagepore), to Moorshedabad ...d Rajshahye.

...The largest item of up-stream traffic is ...e, 1,593,284 maunds of rice were carried ...m the District of Maldah, Denajepore ...rshedabad, ... and Dacca to Patna, Revelgunge Tirhoot, Ghazeepore, Benares, and Mirzapore. Thus the chief despatches of rice were :—

	Maunds.
From places in the Maldah district, whence much of the Dinagepore rice is shipped, about	630,000
From places in Dinagepore, about ...	138,000
" " Moorshedabad " ...	48,000
" " Rajshahye " ...	90,000
" " Dacca " ...	185,000

The chief arrivals of rice were—

At Allahabad and Mirzapore, about ...	106,000
" Benares, about	242,000
" places in the Jounpore and Ghazeepore districts, about ...	440,000
" Revelgunge, about ...	162,000
" Patna and Dinapore, about ...	286,000

Oil-seeds, sugar, and tobacco, do not appear in the up-stream traffic. Nearly the whole of the up traffic in metals is from Calcutta, and more than half the metals is consigned to Patna. The total trade in metals of the half-year past Sahebgunge was only 27,000 maunds in country boats and 38,600 maunds in steamers.

Next to rice, salt is the most bulky article of up-country traffic ; 428,000 maunds of salt passed up the river, nearly all of which was shipped from Calcutta and its neighbourhood. Barely 20,000 maunds of Calcutta salt reaches the North-Western Provinces, and about 340,000 maunds are consigned to places in the Patna division. The despaches of salt from Calcutta and its neighbourhood by railway for places above Sahebgunge and below Benares during the first half of 1871 were about 303,000 maunds. The river traffic in cotton goods and gunnies is very trifling. The East Indian Railway up traffic compares with the river trade thus—

	Maunds.
Railway upward despatches of goods from stations below Sahebgunge on the loop line ...	2,462,805
Total up-stream traffic passing Sahebgunge ...	2,452,805

The steam boat traffic for the half-year came to—

35,758 mauuds of down traffic.
86,446 " " up traffic.

Seeds and cotton form more than three-quarters of the d...ward steam freight, wh... and metals make up three-quarters of the upward steamer traffic. Nearly all the steamer freight is through traffic from Calcutta to Mirzapore, or from Mirzapore and Revelgunge to Calcutta ; steamers seem to do little trade between intermediate river stations, and they do not secure any of the large up-country rice trade.

We have to thank Mr. Campbell most heartily for these interesting informations. We very much regret that His Honor cannot place any reliance on these figures, for according to him they are obviously inaccurate. We trust Mr. Campbell will not grudge a little more expence if necessary to make these most interesting and useful returns reliable.

——ooo——

Abolition of Slavery by Slaves.—The renowned freebrooter Babu Vishwanath was generous to overflowing What he scraped, he squandered away with both hands for the benefit of the poor and needy. His heart was great so was his bravery. He never interfered with the poor but to help them. He plundered only those who could afford to spare a portion of their riches for his use. He was not a thief and never took any mean advantage of his rich victims. He was not a coward and disdained to take any one by surprize. He demanded thro' a messenger in the morning of a tribute of 300 Rupees. If that sum was paid well and good, if not the Babu came at night to demand his *rights*, thus giving about 18 hours time to his victim to prepare for a resistence. So good, so brave, so generous, but he took others money for charitable purposes and he was hanged by our enlightened Government. Surely our enlightened Government does not mean to imitate the renowned Vishwanath Babu. The wise statesmen of England have come to the conclusion that we should pay if not all but a considerable portion of the cost for putting down slavery in Zanziber. Let us see. Vishunath Babu gave timely notice, so we have got timely notice. Vishwa Nath Babu took others money by force for the benefit of the poor, so Government wants our money for the benefit of down trodden humanity. But here the paralell ends. The Babu took money only from the rich, but Government means to take from the poor. What the Babu took from the Zemindars he squandered amongst their ryots at least amongst their poorer relations and countrymen, but Government means to take money from though not slaves but certainly not free men for the use of other slaves residing in a different country, belonging altogether to a different race. So if the Babu was guilty our enlightened government is still more so, and if government approved of his doings, he was no doubt unjustly hanged. We speak in all candour that we do not see much difference from the doings of Vishwanath Babu and our Government in this respect, and if there is any difference, the doings of the freebooter were more justifiable than that of our Government. When Alexander was confronted with the bold robber, he was quite overpowered to find that there was not much difference between a robber and conqueror. England should always remember this. One step lower and she forfeits her high place and destiny and turns a robber. The amount that may be demanded from us may be a very small sum, and we may not feel its loss much, but why rob slaves of their money to liberate other slaves ? There is no generosity, on the other hand there is cruelty and meanness in the action. Indeed the world will glorify England, and ... and flatter her, but is it genero... humane to rob others for such bubl... And rob whom ? Your slaves, your ...pendants, your creatures, whose de... has been placed by the almighty in ... hands. And if Europe flatters Engl... what will India think of her ? W... India think very ill of her, and ... land afford to lower herself in th... tion of her Indian subjects ? This ... is called penny wise and pound ... policy. England by this stroke of ... means to save a trifling sum, but sh... oes not calculate the immense loss of cha...c-ter that she is sure to sustain if she carries out this foolish policy. The Sultan of Zanziber is to be indemnified for the loss he might sustain by the suppression of the slave trade and we are to pay that indemnity. The sultan deals in slavery and he is to be rewarded, and we have nothing to do with slavery therefore we are to be fined. Is this British Justice ? Certainly not, the nation is preeminently noted for its justice and generosity. A thin film has covered the eye of England, she does not see the meanness of her action. What perversity of human nature ! The nation

which feels most acutely the inj[illegible] inhumanity of the slave trade, do[illegible] see the injustice and inhumanity of tak[illegible] a dumb peoples money to do away with it. This is Goldsmith's Justice *versus* generosity over again. We beseech the British people to pause ere they commit such an insane blunder. Let not the name of Englishmen be a bye word in India. It is already not so much respected as before, let them not lower it still more in public estimation for a paltry sum. Better punish the sultan and take the assistance of the Indian army, but that charity is robbery which is done by other men's money.

গত রবিবারে জাতীয় সভায় বাবু দ্বীজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতা পাঠ করেন ॥ আমরা বক্তৃতাটী শুনিতে যাই। বক্তৃতা পাঠের পূর্ব্বে একটী সঙ্গীত হয়। সঙ্গীতটি এই ॥

মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি।।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে।
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি ॥
এ দুখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি।

সঙ্গীতটি শুনিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল ॥ সঙ্গীতটী যদি এক জন মুসলমান বালক কর্ত্তৃক গীত না হইয়া কোন হিন্দু যুবা হৃদয়ের সঙ্গে গাইতেন, এবং নবগোপালবাবু যদি এইরূপ সঙ্গীত দেশের মধ্যে প্রচলিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত তাহার আর কিছু করিবার প্রয়োজন করিত না ॥ দ্বীজেন্দ্র বাবু বক্তৃতাতে অসাধারণ বুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় দেন ॥ তিনি মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র যে সম্যক রূপে অধিকার করিয়াছেন, তাহারও পরিচয় তিনি সম্পূর্ণ রূপে প্রদান করেন। বক্তৃতাটী কঠিন বিষয়ে, সুতরাং যাহারা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই তাঁহারা উহাতে [illegible]বতঃ রস পান নাই। যাহাহউক, সাধা[illegible] যাহাতে ইহার মর্ম্ম উপলা[illegible]য়াছে। [illegible] যতদূর সাধ্য তাহার যত্ন [illegible] হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত[illegible] দ্বারা হিন্দুশাস্ত্র নিহিত রত্ন সমুদয় প্রকাশ করিয়া দেন, তবে দেশের বিশেষ মঙ্গল হয়।

আমরা শুনিতেছি রায় দিন বন্ধু মিত্র বাহাদূরকে রেলওয়ে ইনেস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার স্থলে রোসক সাহেবকে রাখা হইল। আমরা এই অবিচার দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। আমরা জানিতাম যে দিন বন্ধু বাবু সুদ্ধ দেশীয়দিগের প্রিয় নন, তিনি যে বিভাগে কর্ম্ম করেন, সেখানেও তাঁহার যথার্থ সমাদর আছে; তবে এরূপ অবিচার কেন হইল। দিনবন্ধু বাবু যতদিন রাজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহার প্রায় সমুদয় কাল তিনি পথে পথে, জলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়াছেন। এক্ষণ তাঁহার যৌবনকালের প্রভাব নাই, বিশেষতঃ তাঁহার একটী গুরুতর পীড়া আছে ॥ যদিও সে পীড়া এক্ষণ নাই, আবার অত্যাচার করিলে উহা প্রকাশ হইতে পারে ॥ এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে পুনরায় ভ্রমণ কার্য্যে বাধ্য করিলে তাঁহার প্রতি কঠোর আজ্ঞা দেওয়া হইবে ॥ তিনি যদি এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা পীড়িত কি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন, তবে পোষ্টাল বিভাগ একটী রত্ন হারাইবেন, অন্ততঃ সেইটীও গবর্ণমেণ্টের [illegible] করা কর্ত্তব্য ॥

একখানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে, এদেশীয়গণের পক্ষে সকাল হইতে দশটা এবং ৩। ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করার নিয়ম করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা। আমরা শুনিতেছি, ক্যাম্বেল সাহেব এইরূপ নিয়ম সমুদয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়ে প্রচলিত করিবার উদ্দেশে কমিশনার ও মফস্বলের হাকিমগণের অভিপ্রায় চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এদেশ যেরূপ উষ্ণ প্রধান তাহাতে বৎসরের অনেক সময় দ্বিপ্রহর বেলায় কোন রকম কার্য্য করা একরূপ অসাধ্য এবং অনেকে বিবেচনা করেন, এদেশে ১০ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করার নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় লোকে দুর্ব্বল ও অল্প আয়ু হইতেছে। একথা যদি সত্য হয় তবে ক্যাম্বেল সাহেব নুতন নিয়ম প্রচলিত করিয়া আমাদের কতকটা মঙ্গল করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে কয়েকটী বিশেষ আপত্তি আছে। সাহেবেরা সকালে কিছু আহার করিয়া কাজ করিবেন এবং আমলাদিগের অনশনে তাহাদের সঙ্গে খাটীতে হইবে, আবার অপরাহ্ণে সাহেবেরা আফিসের কামরায় জলযোগ করিয়া কর্ম্ম করিবেন এবং আমলাদিগের সেই সঙ্গে খাটীতে হইবে। জমিদারের কাছারিতে বটে তাহাদের এইরূপে কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু সেখানে তাহাদের ইচ্ছামত পান, তামাক, গল্প প্রভৃতি দ্বারা মাঝে২ বিশ্রাম হয়। আর একটী আপত্তি এই যে, যাহারা গাড়ি পাল্কিতে আফিসে আইসেন, তাহাদের বিস্তর ব্যয় পড়িয়া যাইবে ॥

আমরা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম যে, স্কুল ইনস্পেকটর মার্টিন সাহেব গত রবিবারে পরলোক গমন করিয়াছেন। মার্টিন সাহেবের ন্যায় [illegible]পী, দয়ালু ও ভদ্র ইংরেজ অতি কম দেখা যায়। ইহার বিয়োগে ইংরেজ বাঙ্গালী সকলেই দুঃখিত হইবেন আমরা বলিতে পারি। মার্টিন সাহেব এ যাবৎ মেদনীপুরে ছিলেন, সম্প্রতি হুগলী তাঁহার হেড কোয়াটার হইয়া ছিল। আমরা আশা করিতে ছিলাম যে, তিনি আমাদের এত নিকট আসিলেন, এখন তাঁহার সহিত সদা সর্ব্বদা আলাপ করিব। কিন্তু মনুষ্যের ইচ্ছা একরূপ, ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য রূপ। আমরা সে আশা হইতে বঞ্চিত হইলাম! মার্টিন সাহেব যে এডুকেশন বিভাগের একটি রত্ন বিশেষ ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া সুকঠিন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের ভূতপুর্ব্ব শিক্ষক ও পবালক ওয়াক বিভাগের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রনীত জরিপ ও পরিমিতির গ্রন্থ এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা আগামীতে পুস্তক খানি বিশেষ রূপে সমালোচনা করিব। পুস্তক খানির যত দূর আমরা পাঠ করিয়াছি তাহাতে বোধ হইল উহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ।

লাউইস সাহেব বাঁকুড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট কলেকটর হইলেন।—রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর ও মৌলবী মহম্মদ রসদ খাঁ চৌধুরী রাজসাহী শেস কমিটীর মেম্বর হইলেন।—হিউম সাহেব কিছু দিনের তরে ২৪ পরগণার ডেপুটী কলেকটর ও জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট হইলেন।—নিউবেরী সাহেব নোয়াখালীর আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেট হইলেন।—বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ইলিস সাহেব বর্দ্ধমান হইতে কামরূপ বদলী হইলেন।

সংবাদ।

—সরকারী কার্য্যে যাইতে হইলে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা এই নিয়মে রেলওয়ের ভাড়া পাইবেন। যাহাদের ৩৫০ টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতন তাহারা ফাষ্ট ক্লাস, যাহারা ২৫ টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতন পান তাহারা সেকেন ক্লাস ও যাহারা পঁচিশ টাকার কম বেতন পান, তাহারা থার্ড ক্লাসের ভাড়া পাইবেন।

—জাপান রাজ্যে রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। যখন রেলওয়ে খোলা হয়, তখন সম্রাট ও প্রায় লক্ষ লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট আসিবামাত্র এই লক্ষ লোক ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে যাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।

—একখানি চিন দেশীয় পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, গত ১৩ ও ১৪ই তারিখে ম্যাটো নামক স্থানে [illegible] জন কয়েদীর মস্তক মুণ্ডন করা হয়। [illegible] ৪৬ জন ছেলে চোর। ইহাদিগকে [illegible] ফাঁসী দিয়া খুন করা হয়, তৎপরে [illegible] ছেদন করা হয়। ইহাদিগকে ফাঁশী [illegible] হাঁড়ি কাঠের মধ্যে ফেলা হয় [illegible] ফাঁসী করিয়া উহা আস্তে আস্তে চারি[illegible] ধরিয়া টানিতে থাকে। ফাঁশী ক্র[illegible] কসিয়া ধরে ও এইরূপে প্রায় পনর মিনিট টানিতে টানিতে মৃত্যু [illegible] উপস্থিত হয়। যখন গলায় ফাঁশী দেওয়া হয়, তখন হত ভাগ্য ব্যক্তিদের মুখ অনাবৃত থাকে। সেই সময়ে যিনি সেই বিকটাকার মুখ দেখিয়াছেন তাহার মনে চিরকাল উহা জাগরুক থাকিবে। মৃত্যু হইলে হস্ত, পদ ও মস্তকটী শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

—ব্রসালে একজন হত্যাকারী অনুতাপের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া পুলিশের হস্তে আত্ম সমার্পণ করে ও বলে যে ফিঙ্ক নামক একটী পরিবারস্থ তাবৎ গুলি লোককে সে ও অন্য দুই ব্যক্তি খুন করিয়াছে। শব গুলি যেখানে পুঁতিয়া রাখা হয় তাহা সে দেখাইয়া দেয়। এ ব্যক্তি প্রকৃত খুন করিয়াছে কিনা তাহার অনুসন্ধান হইতেছে ॥

----শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর মেদিনিপুর অন্তর্গত কুতবপুর পরগণাতে সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তন্নিবারণার্থে স্বীয় ব্যয়ে ঔষধ ও ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ঐ পরগণার প্রধান গ্রাম শেলগ্রামের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সাহায্যার্থ ৭ টাকা করিয়া দিয়া আসিতেছিলেন এক্ষণে দেড়বৎসরের নিমিত্ত আর অতিরিক্ত ৫ টাকা করিয়া প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥

—আমরা শুনিলাম বার্ণাড সাহেব বাঙ্গালার ব্যাবস্থাপক সভার বেতনভুক সভ্য হইলেন ॥

—মুনি নামক এক জন সাহেবের নিকট একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানীর এক খানি পত্র লইয়া কোন ব্যক্তি উপস্থিত হয়। তাহাতে লেখা ছিল সাহেব মুসরি ব্যাঙ্ক হইতে তাহার জন্যে ২৫০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া লিপি বাহক মারফত পাঠাইবেন। সাহেবের সঙ্গে হিন্দুস্থানীর পূর্ব্বে টাকার দেনা পাওনা ছিল এবং তিনি এই পত্রানুসারে টাকা পাঠান কিন্তু কিছুদিন পরে জানিতে পারিলেন যে ঐ লোকটি জুয়াচোর ও পত্র খানি জাল এবং উক্ত ২৫০০ টাকা হিন্দুস্থানীর নিকট পৌঁছে নাই। সৌভাগ্য ক্রমে অনুসন্ধান দ্বারা এই সমুদয় টাকার নোট বঙ্কবেহারী নামক একজনের নিকট পাওয়া যায় এবং তাহার নামে লালিস হওয়ায় চোরা জিনিস তাহার নিকট পাওয়া গিয়াছে বলিয়া হাইকোর্ট তাহাকে দণ্ড করেন কিন্তু ইহার মধ্যে একটি তর্ক উঠে যে, এ চোরা মাল কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহা চুরি যায় নাই, জুয়াচুরি করিয়া লওয়া হইয়াছে কিন্তু হাই কোর্টের জজেরা সাব্যস্ত করেন ইহাকে প্রকারান্তরে চোরা বলা যাইতে পারে এবং বঙ্কবেহারীর দণ্ড কাজেই হইবে।

—ভুত পূর্ব্ব গুইকরের রাজ্ঞী নিজের অলঙ্কার ও তাহার কন্যার বিবাহের ব্যয় বলিয়া বর্ত্তমান রাজার নিকট ৮ লক্ষ টাকার দাবি করিতেছেন।

—আমরা বোম্বাইয়ে একখানি সম্বাদ পত্র হইতে [illegible]র ঘটনাটী গ্রহণ করিলাম। একটী স্ত্রী তাহার [illegible]নের একটী শিশু সন্তান লইয়া নিদ্রিত অব- [illegible] এবং সেই গৃহে একটী ক্ষুধার্থ বেরাল [illegible] সন্তানটিকে খাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

[illegible] শুনিলাম যে এদেশীয় রাজা দিগের [illegible]মুদয় মুদ্রা প্রচলিত আছে উহা ব্রীটিশ [illegible]রে ব্যবহার হইতে পারিবে।

—[illegible]টিন দেশের এক জন গবর্ণরের অধীনস্থ রাজ্য খণ্ডের মধ্যে একটি [illegible] বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিস্তর অনিষ্ট হওয়ায় তিনি রিপোট করিয়াছেন, যে বাঁধ ভাঙ্গাতে তাঁহার এবং নদী সংক্রান্ত অন্যান্য কয়েকজন কর্ম্মচারির শাস্তি হওয়া কর্ত্তব্য। নদীর জল সহসা এত বৃদ্ধি হয় যে বাঁধ রক্ষা করা সম্পূর্ণ রূপে অসাধ্য হইয়া উঠে। নদীর বাঁধের নিকট যত লোক ছিলেন, তাহারা প্রাণপণে ইহা নিবারণের যত্ন করেন। নদীর ইনেস্পেক্টর স্বয়ং গিয়া উহা নিবারণের যত্ন পান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। জল এরূপ সহসা বৃদ্ধি হয়, এবং প্রবল, বেগবতী হইয়া উঠে যে, দেখিতে দেখিতে ৪।৫ শত হাত বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং শেষে জলের বেগ নিবারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু তত্রাচ গবর্ণরের বিবেচনায় বাঁধ যে কোন গতিকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য ছিল এবং এই নিমিত্ত শুদ্ধ নদী সংক্রান্ত কর্ম্ম চারিরা দোষী নন, তিনিও দোষী॥ তিনি কর্ম্ম চারি দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং নিজের বিষয় বোর্ডে অর্পণ করিতে লিখিয়াছেন।

—পাইওনিয়ারের সম্পাদক জাপান দেশীয় বৃহদাকার কুমড়ার কএকটি বিচি কোন বন্ধুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। পুঁতিয়া দেওয়াতে উহার গাছ হয়। দুটী কুমড়া ঐ গাছে ধরিয়াছে॥ বড় কুমড়াটি ৫ ফিট লম্বা ও এক ফুট আড়ে হইয়াছে॥ আরো বড় হইবার সম্ভাবনা আছে॥ ইহা তত সুস্বাদু নয়, কিন্তু আকারে সকল তরকারী অপেক্ষা উহা বৃহৎ।

—একখানি অষ্ট্রিলিয়ার পত্রিকা বলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে নয় কোটি লোক ইংরেজী ভাষা, সাড়ে সাত কোটি লোক জারমান ভাষা, সাড়ে পাঁচ কোটি লোক স্পেনিস ভাষা, সাড়ে চারি কোটি লোক ফরাসী ভাষা ও চারি কোটি লোক ইটালিয়ান ভাষায় কথা কয়॥

—ওয়েষ্টর্ণ ষ্টার নামক পত্রিকায় একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। একজন কসাইওয়ালা একটি ভেড়ী হত্যা করে। ইহার উদরের মধ্যে একটি শাবক পাওয়া যায়। শাবকটির চারিখানি পা ব্যতীত আর সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাতীর মত। ভেড়ার পেটে হাতী এ একরূপ মন্দ নয়।

—মেদনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে ইহার নিকটস্থ কোন গ্রামে এক জন কৃষক বিবাহ করিতে যায়। তাহার একটি অল্প বয়স্কা ভগ্নীও তাহার সঙ্গে ছিল। যে কন্যার সহিত সম্বন্ধ হইয়া ছিল, সে আর বরের ভগ্নী সমান বয়স ও সমান রূপ। বিবাহের দিন সন্ধ্যার পরে উক্ত কন্যাদ্বয় একত্র নিদ্রিত হইয়া ছিল। রাত্রে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হয়। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হওয়াতে কন্যার পিতা ভ্রম ক্রমে বরের ভগ্নীকে আনিয়া সম্প্রদান করেন। দৈব নিবন্ধন সে দিন আর কেহই দৃষ্টি করে নাই, পর দিন ভ্রম প্রকাশ পাইল। এক্ষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা ব্যবস্থা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

—প্যারিসের কোন গির্জ্জা ঘরে একটি ভারি কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। দুই জন স্ত্রী পুরুষে বিবাহ করিতে যান। বরের বয়স ৪৫ বৎসর, অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়, কন্যার বয়স ১৮ ও দেখিতে সুন্দরী। বিবাহ যে হইয়া গি[illegible], অমনি একটি দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ স্ত্রীলোক সজোরে গির্জ্জার কপাট খুলিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বরের [illegible] দৌড়িল। তাহার সঙ্গে ১৫ বৎসরের একটি কন্যা। বরের নিকট গিয়া "নরাধম, পামর, পাষণ্ড" ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে গালি দিতে লাগিল। বরের মুখে আর কথা নাই। এইরূপে কিছু ক্ষণ গালি দিয়া বরের ঘাড় ধরিয়া গোটা কয়েক ধাক্কা মারিল ও তাহাকে বগলে নিয়া চাপিতে লাগিল ও চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল "আজ পনর বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে বলিয়া এই নরাধম আমাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে॥" পাদরীর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বিবাহ কি হইয়া গিয়াছে"॥ পাদরী বলিলেন "হাঁ" এবং বরকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন॥ কিন্তু স্ত্রীলোকটি বলিল, "ঐ নরাধমের কন্যা এই বালিকাটি এবং আমি উহাকে যথেষ্ঠ শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিব না॥" বর চিঁ চিঁ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ও কন্যা আমার নয়॥" স্ত্রীলোকটি এই কথা শুনিয়া আগুন হইয়া উঠিল, ও বরের পা ধরিয়া শূন্যের উপর ঘুরাইতে লাগিল ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "ও কন্যা তোর নয়, এ কথা যদি আবার বলিস, তোকে যমালয় পাঠাইব।" উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। কয়েক জন বরকে ছাড়িয়া আনিবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু স্ত্রীলোকটীর সম্মুখে যায় কাহার সাধ্য। সে বরকে লাঠি করিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিল। অনেকে ভয়ে পলায়ন করিল। পুলিসে খবর দেওয়া হইল। পুলিশ আসিবার পূর্ব্বে সে বরকে ভুমিতে ফেলিয়া প্রস্থান করে। বলিয়া যায় "যদি বর তাহার স্ত্রীকে লইয়া কখনো আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে আমি তাহাকে তন্ন২ করিয়া ছিড়িয়া ফেলিব।" এই কথা বলিয়া সে ধীরে২ কন্যাটিকে লইয়া চলিয়া গেল। বর চীত হইয়া মরার মত মাটিতে পড়িয়া থাকিলেন

—ফরাসিস একখানি পত্রিকা একটি কুকুরের আত্ম হত্যার বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ঘটনাটি এই। একটি বৃদ্ধ ও কৃশ কুকুর লয়ার নদীর ধারে অস্থির ভাবে বেড়াইতে ছিল। লেখক ইহা দেখিয়া কৌতুহলাবিষ্ট হন এবং একটি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া থাকেন। প্রায় পনর মিনিট পরে কুকুরটি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। স্রোতে তাহাকে ভাষাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। লেখক তাহার ছড়ীর এক প্রান্তে রোমাল বান্ধিয়া কুকুরটির নিকট উহা নিঃক্ষেপ করিলেন, অবলীলা ক্রমে উহা আশ্রয় করিয়া সে ডাঙ্গায় উঠিতে পারিত, কিন্তু কুকুরটী অশ্রুপূর্ণ নয়নে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিল, ছড়িখানি ধরিবার চেষ্টাও করিল না। কিছুক্ষণ পরে জল মগ্ন হইল। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে, কুকুরটি এক জন বাগানের মালীর। এই নিষ্ঠুর ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায় কুকুরটিকে তাড়াইয়া দেয়। এক মাস পর্য্যন্ত সে অনাহারে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কেহই তাহাকে আশ্রয় দেয় না॥ অবশেষে সে আত্ম প্রাণ এই রূপে নষ্ট করিয়াছে।

—শিয়ালদহা হইতে আরমানি ঘাট পর্য্যন্ত যে রেল [illegible] উপর দিয়া ১ লা জানুয়ারি হইতে ট্রামওয়ে [illegible] চৌমাথা হইতে আরমানি [illegible] ফেলা হইয়াছে এবং [illegible]য়াছে। বোধ হয় [illegible]হড কোয়ার্টর হইবে॥

—বোম্বে গেজেট শুনিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত এ দেশে রেলওয়েতে কোন্ রকম গজ ব্যবহৃত হয় তাহার সাব্যস্ত না হইবে তাবত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নূতন রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন॥

—খান্দিসে সম্প্রতি যে জল প্লাবন হয়, অনুমিত হইয়াছে যে, তাহাতে ১৩৮ খানা গ্রাম, ১২৩৫১৫৪ টাকা, এতদ্ভিন্ন বিস্তর গোরু, ও শস্য নষ্ট হইয়াছে॥ ইহা দ্বারা শত শত পরিবার নিরাশ্রয় ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে॥ ইহাদিগের সাহায্যার্থে বোম্বাই নগরে সম্প্রতি একটী সভার অধিবেশন হয়॥

—ফরাসী সৈন্যদলে একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন॥ তাহাকে সম্রাট নেপোলিয়ান ভারি অনুগ্রহ করিতেন। তিনি এইরূপ অনুগ্রহের পাত্র হইয়া ফ্রান্সে ক্রমাগত ৭ বৎসর অবস্থিতি করেন॥ এক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যে ইনি একজন গয়েন্দা। প্রুশিয়ান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি ফ্রান্সে প্রেরিত হন এবং ৭ বৎসর সেখানে থাকিয়া রাজ প্রসাদ ভোগ করিয়াছেন, আর ফ্রান্সের সৈন্য সম্বন্ধীয় নানারূপ সম্বাদ প্রুশিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে সিডান নগরের একটা ফটোগ্রাফ তুলিয়া ইনি প্রুসিয়ায় প্রেরণ করেন এবং প্রুসিয়ানরা যে এত সহজে সিডান নগর অধিকার করেন, তাহার কারণ এই।

---ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন, যে সমুদয় চিটিপত্র সাধারণের জানা কর্ত্তব্য নহে, তাহা মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হাউসে একটি মুদ্রা যন্ত্র সংস্থাপিত হইবে।

—দুই জন উকিলের নিকট হইতে রেলওয়ে কোমপানি চারি আনা অতিরিক্ত ভাড়া লন। তাহারা এই সামান্য দণ্ডের নিমিত্ত তত কাতর ছিলেন না, কিন্তু উকিলের নিকট বেয়াইনি কাজ! ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। উকিলেরা রেলওয়ে কোম্পানির নামে নালিস করিলেন। মকদ্দমা ভারি জিদের কিন্তু গ্রহক্রমে তাহারা মকদ্দমায় হারিলেন এবং লভ্যের মধ্যে তাহাদিগের প্রায় হাজার টাকা খরচার দায়ী হইতে হইয়াছে। পুরুষদের জিদ বজায় রহিল এই যথেষ্ট!

—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, মেদিনীপূরের জেল দারগা প্রিচার্ড সাহেব গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে ব্রোক হইয়াছেন। প্রিচার্ড সাহেব সাধারণ জেলার দিগের ন্যায় জেলে কঠোর শাসন করিতেন না। তিনি কয়াদি দিগকে মনুষ্যের মত ব্যবহার করিতেন। ইনি যশোহর জেলে ছিলেন এবং সেখানেই তাহার সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় হয়। তাহার দোষ ছিল তিনি হাকিমদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন না এবং নিজে ভদ্রবংশ ও সুশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে খোসামদ করিয়া বেড়াইতেন না। আমরা ভরসা করি তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়া কষ্টে পড়িবেন না।

—মাতালদিগের পক্ষে একটি শুভ সম্বাদ। এক উপায় বাহির হইয়াছে যাহা দ্বারা করাতের গুড়া হইতে মদ প্রস্তুত হইতে পারে। সে উপায়টী এই। হাইড্রক্লরিক আসিডে করাতের গুড়া সিদ্ধ করিলে উহা শর্করায় পরিণত হয় এবং ইহা মাতাইয়া উত্তম মদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ১২সের করাতের গুড়তায় ১৩ শের মদ প্রস্তুত হয়।

—পম্পে নগর খনন করিয়া মৃত্তিকা[illegible] নিম্নে একটি প্রস্তর খোদকের দোকান পাওয়া গিয়াছে। [illegible] দোকানে কতক গুলি আস্ত প্রস্তর, কত গুলি অস্ত্র এবং কতক গুলভাঙ্গা মারবেল পাওয়া গিয়াছে।

--সাহারনে সম্প্রতি এক রূপ বায়ু প্রবাহিত হয়। উহা পশু পক্ষি যাহার গায় লাগিয়াছে তাহাই মরিয়াছে এবং যে মনুষ্যের গায় লাগিয়াছে তাহারই পক্ষাঘাত হইয়াছে।

বিবিধ।

GOVERNMENT RESOLUTION.

JAIL ADMINISTRATION.

I am in a very great dilemma. The punishment in jails is undoubtedly a great deterrent. The sharper the punishment, the greater the effect upon the criminal population. In short, we merely hold a premium to crime by treating the prisoners mildly. So far I feel my position secure and unassailable. But then there is another difficulty. Prisoners may take the punishment which is always inflicted on them for their benefit and the benefit of their fellow creatures, very meekly and oftentimes gratefully, but nature would not; she stands in the way and takes away from us prisoners, even before they were sufficiently punished. Thus I am to choose between death and discipline. I am either to sacrifice discipline or sacrifice life. Sacrifice life I cannot without giving a rude shock to my heart. This is not a heathen Government but a Christian Government—a Government of justice tempered with mercy. I said nature stands in our way and takes away prisoners from us even before they were sufficiently punished. This very generally takes place. If the man were to die, just after the completion of the punishment and sentence, the Christian Government would be satisfied, but we have no control over nature. She is fanciful and it appears opposed to the laws of the land. If she could be compelled to conform to our laws, all would go on smoothly, but since considering the present imperfect state of human knowledge that is impossible, we must always remain prepared to find in her a steady opponent to the administration of the country. A six-month term prisoner dying after 4 months and thus escaping from our hold and his just punishment gives a rude shock to our heart and sense of justice. Sacrifice of life therefore I cannot accept; neither can I accept sacrifice of discipline, for that is altogether impossible. Under all the circumstance I am not prepared to sacrifice every thing, that is discipline. I must take the lesser evil and prefer to have a large death rate than to sacrifice discipline. When the life of a prisoner is sacrificed he merely dies; but the want of discipline is disorder and disorder is anarchy! Prisoners never paid the Government, nay, nor even their own expences, and their death is a relief to the finances of the country, and considering the limited means at our disposal, we cannot overlook this important fact. I believe it will be admitted that the great discontent which our numerous taxes have created is of greater moment to us than the lives of 40 in a thousand of criminal population. After all what is death? It is only a deliverance from the dirty and corruptible corporeal frame and deliverance from temptation. It was temptation which led the criminals to commit crime, and by sacrificing their lives we deliver them for ever from such temptations. As for the wives, fathers, mothers and children of the sacrificed prisoners, indeed their case calls forth pity. But the parent must suffer for begetting such children and giving them such bad education, the wives for selecting such bad husbands and the children,—why people with criminal tendencies ought not to have children at all. If they get any, it is the mistake of nature and unfortunately we have no control over her. Then again, "with the rates of mortality we have had, and even with those we have, this probability of dying in jail is undoubtedly a very great deterrent." If allowed to go home they may beget children, and criminals only beget criminals, we would therefore lay axe at the fountain head. The best course for us would have been to select forty in every thousand, after the expiration of their terms of imprisonment, and to hang them in a public place, but as the unnecessarily mild new Criminal Procedure Code does not provide for such actions, I must accept the slow method pursued so successfully in our jails. All jail authorities should impress upon the prisoners the importance of their dying, but that death must come after a specified period, that is immediately after the expiration of the terms of imprisonment. It is thus, short term prisoners must be met with sharper punishment. A two week term prisoner may not yield to the ordinary treatment of our jails, care being only taken that he may not yield BEFORE his two weeks.

পত্র প্রে[illegible]

শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লি[illegible] পুরে একটি পুস্তকালয় সংস্থাপনের [illegible] নবেম্বরে একটি সভা হইয়াছিল। সভ্যগণে[illegible] বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল। লোকনাথ পুর ও খ[illegible] পূর কুঠির অধ্যক্ষ গ্লাসকট সাহেব পুস্তকালয়ের নিমিত্ত ৩০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমি একজন---তমলুক ডিবিজনের অধীন "নর ঘাট,, নামক স্থানে হলদি নদীর ঘাট মাজী নানারূপ উপদ্রব করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষরা ইহা তদারক করিয়া দেখিলে জানিতে পাইবেন।

শ্রীব-----, আপনার পত্র খানি ছাপাইয়া আপনাকে "চির বাধিত" করিতে পারিলাম না, মাপ করিবেন।

শ্রীরাসবেহারি শর্ম্মণ,---মাগুরা ডিবিজনের অন্তর্গত শ্রীকোল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন।

এক জন নারী হিতাকাঙ্ক্ষী--স্ত্রীলোকদিগেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা আমাদের মত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা আগে এ বিষয়ে আমাদের মত সাব্যস্ত করি তার পর আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।

আমি একজন যথার্থ বাদী--আপনাকে যথার্থ বাদী বলিয়া বোধ হইল না ও এই জন্যে আপনার পত্র প্রকাশিত হইল না। আপনি যে সম্পূর্ণ ঈর্ষা পরবশ হইয়া লিখিয়াছেন তাহা আপনার লেখার ধরণে বেশ বুঝা যাইতেছে। একটু ঠাণ্ডাভাবে লিখিবেন, আর যাহা লেখেন তাহা যেন আবল তাবল বকা না হয়।

একজন দর্শক--বিগত ২০এ আশ্বিন বরাহ নগরের তিনটি নাইট স্কুলের ছাত্রদিগকে ম্যাজিক ন্যাণ্টাণ দেখান হয় ও বাবু শশী পদ বন্দ্যোপাধ্যায় সামান্য লোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এই সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা করেন॥

প্রেরিত পত্র।

শ্রীমতী দাড়িম্ব দেব্যার পরলোক গমন।

মহাশয়!

বিগত ৭ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রি ৪॥ ঘটিকার সময় রাণিগঞ্জের অন্তপাতি সেহাড়সোলস্ত মহামান্য প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী দাড়িম্ব দেব্যা মহাশয়া অকস্মাৎ এপোপ্লেকসী রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগ আমাদের যে কি পরিমাণে দুঃখের কারণ হইয়াছে তাহা বর্ণন করা যায় না। প্রসিদ্ধ মহাশয়া অনেক সদ্গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। ইহাঁর স্বামী বিখ্যাত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত মহাশয় অনেক কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান, ইনি নিজ যত্নে সেই সকলের বিশেষ সুশৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার উদার সদাব্রতে দিন দিন সহস্র সহস্র লোক ইচ্ছানুরূপ আহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী বিদ্যালয়ে স্বদেশীয় বিদেশীয় বালক মাত্রেই বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিতেছে ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে বহু সঙ্খ্যক ছাত্র নিয়মিত আহারাদি পাইয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। অনেক স্থলে তৎ প্রতিষ্ঠিত পুষ্করণী সাধারণ লোকের জলাভাব মোচন করিয়াছে। তাঁহার দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে দেশ বিদেশীয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা অনেক উপকৃত হইতেছে। তাঁহার দানশীলতা স্থান বিশেষে কি জাতি বিশেষে বদ্ধ ছিল না, এমন কি হাওড়া জেলার অন্তর্গত সালিখা মোকামে সাধারণের উপকারার্থেজাহ্নবীতীরে বহুলব্যয়ে এক প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট

...দেশীয় বিদেশীয় লো-...হার নিকট সাহায্য প্রার্থনা ...সাধ্য সকলকেই সাহায্য করিতে ...তেন না। মহাশয়, এতাদৃশ পরোপকার ...হাত্মার অকস্মাৎ বিয়োগে হিন্দু সমাজ যে কি ...ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীঃ---

একটী সেতুর প্রার্থনা।

মহাশয়!

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বসিরহাট সবডিবিজনের অন্তর্গত জালালপুর নামক গ্রামের মধ্য দিয়া একটী খাল গিয়াছে, পথিক ও গ্রামবাসীগণের উত্তরণ জন্য খালের তটে এক খানি ক্ষুদ্র তরণী থাকে। তদ্বারা পারাপার নির্ব্বাহ হয়। খালের উভয় তীর বাসী-দের নানা কার্য্যবশতঃ সর্ব্বদা পারাপার হইতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাঁহারা বেতন দিয়া একজন নির্দ্দিষ্ট নাবিক রাখিতে সমর্থ নহেন, এজন্য আপনারাই পারের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ক্ষেপণী ও কর্ণচালনায় অপটুতা নিবন্ধন স্বল্প সময়ের কার্য্য অধিক বিলম্বে নির্ব্বাহ হয় এবং নৌকা খানি এক পারে আবদ্ধ থাকিলে অপর তীরস্থ ব্যক্তিদের তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়, পরে যদি ভাগ্যক্রমে কোন পারার্থী নৌকা খানি লইয়া আইসে তবেই ত মঙ্গল, নচেৎ হতাশ্বাস হইয়া সে যাত্রা তাঁহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে হয়। আবার খালের উত্তর তীরস্থ গ্রাম সমূহের মধ্যে কোথাও চিকিৎসক বা বিদ্যালয় নাই, এজন্য তাহাদের মূমূর্ষ রোগীর ঔষধার্থ সর্ব্বদা টাকী নামক স্থানে যাইতে হয়, এবং বালকেরা অধ্যয়নার্থ ঐ স্থানে গমন করে। এইরূপ সময়ে সময়ে ইহাদের ঐ অসুবিধা জন্য কিরূপ কার্য্যের হানি ও বিপদগ্রস্থ হইতে হয়, বিবেচনা করিয়া ...খন। উল্লিখিত ... চিরশান্তি জন্য এখানকার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপা-ধ্যায় মহাশয় গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের সাহায্য লইয়া একটি সেতু নির্ম্মাণ করিবার মানস করিয়া একটী বিশেষ সভা আহ্বান করেন। তাহাতে খালের উভয় পার্শ্বের বহুদূর বিস্তৃত গ্রাম সমূহের ভদ্রলোক সকল উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই ঐরূপ দুরবস্থা স্ব স্ব নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া যথাশক্তি কিছু কিছু মুদ্রা স্বাক্ষর করেন। ক্রমে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইলে বসুর হাট কালেক্টরিতে জমা হয়। এবং সেতু নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্তাবধারণ জন্য এক জন লোক ও মনোনীত করা হয়॥ কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য বশতঃ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া পূর্ব্বেই উক্ত হিতৈষী বাবু স্থানান্তরিত হন; সুতরাং সমুদায় আড়ম্বর বৃথা হইল। এইক্ষণে প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্টের কৃপা দৃষ্টি ব্যতিরেকে এই দুঃখের অবসান হইবার উপায়ান্তর নাই। পরন্তু এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ হইলে টাকী, সৈদ-পুর, বেঁড়কাটী, জামালপুর, মধ্যমপুর শোলাদানা, বা-গুণ্ডি, হরিহরপুর, রমানাথপুর প্রভৃতি অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীগণ অতি সন্তোষের সহিত স্ব স্ব সাধ্যমত আ-নুকল্য প্রদানে স্বীকৃত আছেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু রামচরণ বসু বাগহাট যশোর	৮
,, খুদিরাম বিশ্বাস প্রতাপগঞ্জ ভাগলপুর	৮
,, দীনবন্ধু সান্যাল বহরামপুর	৪
,, দীননাথ চট্টোপাধ্যায় কামারজালী রংপুর	২।৵০
,, ভারতচন্দ্র রায়চৌধুরী টাকী	৮
,, অন্নদাচরণ কাস্তগিরি বহুবাজার	১
,, রঘুনন্দন লাল বানাপুর	৫
,, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গোহাটী	৫
,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র বাগবাজার	১॥০
,, প্রাণকৃষ্ণ মিত্র পটলডাঙ্গা	২।৵০
,, হরিচৈতন্য সেন কলুটোলা	৬।০
,, রামপ্রসাদ সান্যাল শোভাজার	৬॥০
,, হরিমোহন সেন, বড়বাজার	৩৸০
,, রামগোপান ঘোষ, চিনাবাজার	৩৸০
,, মতিলাল রায়, লালবাজার	২।৵০

বিজ্ঞাপন

জরিপ ও পরিমিতির গ্রন্থ।

এঞ্জিনীয়ারিং কালেজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক, এবং পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ার শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রণীত। মূল্য এক টাকা ডাক মাশুল ৵০। কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির ছাপা খানায় পাওয়া যাইবে।

দান, দায় উইল, দত্তক, বিভাগ, উত্ত-রাধিকারিত্ব, প্রমাণ, মেয়াদ, ভূমির বিয়োগ সংযোগ, নিষ্কর, নিসৃষ্টার্থ, প্রতিভূ, ইত্যাদি হিন্দু রাজাদের কার্য্যকালে যে প্রণালী চলিত তাহা এক্ষণকার আইনের সঙ্গে যুক্তি যুক্ত মতে পর্য্যালোচনা করিয়া আইন ও নজিরাদি দ্বারায় তুলনা ক্রমে মৎ কৃত নব ব্যবস্থা চন্দ্রিমা গ্রন্থ প্রস্তুত আছে। গ্রাহকগণ ডাক মাসুল সহ ১॥৵০ প্রেরণ করিলে পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত ভুমিক।

গোওয়াল পাড়া।

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৸৵০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজ বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

নিম্ন লিখিত তিন খানি প্রহসন দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে।

যেমনকর্ম্ম তেমনি ফল—মূল্য ।৵০ ডাকমাসুল/০
উভয় সঙ্কট ,, ।০ ঐ
চক্ষুদান ,, ।০ ঐ

আই, সি, বসু, এণ্ডকোং কলিকাতা স্টানহোপ প্রেস।

বাধক বেদনার মহৌষধি।

মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

কলিকাতা চোরবাগান ৭৭ সংখ্যক ভবনে ডাক্তার বি এম্ সরকারের ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মফস্বলে মূল্য প্রাপ্তি ভিন্ন ঔষধ প্রেরিত হয় না।

দাউদের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্কট টমসন এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে গোয়াপাউডর নামক দাউদের এক অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। চর্ম্ম রোগের মধ্যে দাউদ রোগ ভারি কঠিন ও একবার হইলে আর প্রায় সারে না। এমন কি অনেকের যাবজ্জীবন এই রোগ ভোগ করিতে হইয়াছে কিন্তু গোয়াপাউডারে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিতে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নাই। ঔষধের শিশি যে মুদ্রিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত উহাতে ঔষধ কি রূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সবিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ইহার মূল্য ১।০ সিকা।

স্কট টমসন এণ্ড কোঃ
১৫ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

বিজ্ঞাপন।

এই এক নূতন!
আমার গুপ্ত কথা!!
অতিআশ্চর্য্য!!!

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পর্ব্ব পুস্তকাকারে বাঁধা হইয়া বিক্রীত হইতেছে মুল্য ১ম পর্ব্ব ৸০ আনা, ২য় পর্ব্ব ৸০ আনা, ৩য় পর্ব্ব ৸০ আনা, ডাকমাশুল তিন খণ্ড একত্রে ।০ আনা, খণ্ডে খণ্ডে স্বতন্ত্র দুই দুই আনা চতুর্থ পর্ব্ব প্রতি সপ্তাহে ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় ছাপা হইতেছে, ফি ফর্ম্মার মূল্য দুই পয়সা। মফস্বলে রীতি মত ডাক মাশুল আছে। বাঁধান পুস্তক যদি কেহ এক কালে দশ খণ্ডের অধিক গ্রহণ করেন, তবে শত করা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন বাদ পাইবেন। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ ঘোষ।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬॥০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪॥০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	২৸০
এক খণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮॥০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি	
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵০
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।